117567 - যে ব্যক্তি এক নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, সেই মহিলার ইজ্জত রক্ষার্থে তাকে বিয়ে করা কি আবশ্যক?

প্রশ্ন

আমার এক আত্মীয় এক মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এবং তার সতীত্ব পর্দা ছিন্ন করেছে। এটি সেই মেয়ের সম্মতিক্রমেই ঘটেছে। সে ব্যক্তি কলঙ্কের ভয়ে মেয়ের পরিবারকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এরপর সে তাওবা করেছে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় না। এখন সে পেরেশানিতে আছে যে, সেই মেয়েটিকে বিয়ে করা কি তার উপর আবশ্যকীয় যাতে করে সে মেয়েটিকে পাপ মুক্ত করতে পারে; অন্যথায় আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি দিবেন। নাকি খালিস তাওবা করাই যথেষ্ট? উল্লেখ্য, সে তার অতীতকে ভুলে যেতে চায় এবং নতুন জীবন শুরু করতে চায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আপনার আত্মীয়ের উচিত এই মহাপাপ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা ও অনুতপ্ত হওয়া এবং বেশি বেশি নেকি আমল করা। আশা করি আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন। কেননা ব্যভিচার কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এই গুনাহের জঘন্যতার কারণে আল্লাহ্ তাআলা এর শরয়ি শাস্তি আবশ্যক করেছেন। শাস্তিটি হলো বেত্রাঘাত কিংবা পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার রহমত যে, তিনি খালিস তাওবাকে পূর্বের সকল গুনাহ মোচনকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: ‘আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এসব করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: ‘আর যে তাওবা করে, ঈমান রাখে, সৎকাজ করে অতঃপর সঠিক পথে অটল থাকে, তার প্রতি আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।[সূরা ত্বহা, আয়াত: ৮২]

ব্যভচিারকারী যার সাথে ব্যভচিার করছে তাকে বয়িে করা তার উপর আবশ্যক নয়। এটি তার তাওবার জন্য শর্তও নয়। কন্িতু যদি তারা উভয়ে তাওবা করে এবং উভয়ে ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে এতে কোন অসুবধিা নাই।

এ জন্য আপনার আত্মীয়রে উচতি সইে ময়েরে অবস্থা ও তার পরবিাররে অবস্থা পর্যবক্ষেণ করা। যদি দখেে য, তার জন্য উপযুক্ত এবং জানে য, সইে ময়ে তাওবা করছে ও দ্বীনরে উপর স্থরি হয়ছে তাহলে সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ইস্তখিারা করার পর সইে ময়েকে বয়িে করতে পার। এটি সইে ময়েরে প্রতি অনুগ্রহ এবং আপনার আত্মীয় সইে ময়েরে প্রতি ইহসান করার সবচয়েে উপযুক্ত ব্যক্তি। কনেনা যদি সইে ময়ে খারাপ কছিু করে থাকে ও গুনাহ করে থাকে তাহলে সওে তো এক্ষত্রেে তার সাথে সবকছিুতে অংশীদার ছলি। হতে পারে সইেই এই গুনাহর দকিে ময়েটেকিে আহ্বান করছে ও ফুসলয়িছে। তাই তার উচতি সইে ময়েরে সাথে এর কছিুটা বহন করা; যাতে তারা উভয়ে অংশীদার ছলি। বরং সে যদি তার সাথে অংশীদার নাও থাকত, তারপরও যদি জানতে পারে য, ময়েটে তাওবা করছে এবং তার তাওবাতে সে বশি্বস্ত এবং সে যদি এই ময়েকে বয়িে করে তার ইজ্জত রক্ষা করতে চায় তাহলে সটোও একটি মহৎ উদ্দশ্যে; যার জন্য ব্যক্তি সওয়াব পাবনে; ইনশাআল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "একজন মুসলমি অপর মুসলমিরে ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না। তাকে (জুলুমরে মধ্যে) ছড়েে দবিে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়রে প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করবনে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দুঃশ্চন্িতা দূর করবে আল্লাহ্ কয়িামতরে দনি তার দুঃশ্চন্িতা দূর করবনে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দোষ ঢকেে রাখবে আল্লাহ কয়িামতরে দনি তার দোষ ঢকেে রাখবনে।'[সহহি বুখারী (২৪৪২) ও সহহি মুসলমি (২৫৮০)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে, হাদসিরে বাণী: "তাকে ছড়েে দবিে না" এর মানে তাকে এমন ব্যক্তরি সাথে রখেে যাবে না যে তাকে নর্িযাতন করবে কংিবা এমন কছিুর মধ্যে রখেে যাবে না যাতে সে কষ্ট পাব। বরং তাকে সাহায্য করবে এবং তার পক্ষে প্রতরিোধ করব। এটি জুলুম বর্জন করার চয়েওে অধকি বশিষোয়তি। এটি পরস্থিতি অনুপাতে কখনও ওয়াজবি, কখনও মুস্তাহাব হতে পার।

হাদসিরে বাণী: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়রে প্রয়োজন পূরণ করবে": আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসিে এসছে: 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়রে সাহায্যে থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্র তার সাহায্য থাকনে।'[সহহি মুসলমি]

হাদসিরে বাণী: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দুঃশ্চন্িতা দূর কর": অর্থাৎ দুর্ভাবনা যা মানুষরের মনকে আক্রান্ত কর।[ফাতহুল বারী থকেে সমাপ্ত]

যদি কোন নারী ব্যভচিার থকেে তাওবা করনে তাহলে যে ছলেে তাকে বয়িরে প্রস্তাব দতিে এগয়িে আসে তাকে তার সতীচ্ছদ সম্পর্কে জানানো আবশ্যকীয় নয়; এমনকি যদি তাকে জজ্ঞিসে করে তবুও নয়। কনেনা সে নজিরে দোষ ঢকেে রাখতে আদষ্টি। সতীচ্ছদ কবেল ব্যভচিাররে মাধ্যমে অপসারতি হয় না। বরং অতরিক্তি ঋতুস্রাব, লাফ দয়ো ইত্যাদরি মাধ্যমওে

অপসারতি হতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।